سورة التحريم

সূরা তাহ্‌রীম

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ
اَزْوَاجِكَ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱﴾ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
اَيْمَانِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۲﴾ وَ اِذْ اَسَرَّ
النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ
اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ
قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۳﴾ اِنْ تَتُوْبَاۤ
اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَ اِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ
هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ
ظَهِيْرٌ ﴿۴﴾ عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا
مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ
ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا ﴿۵﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সেই বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবা-কারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি (কসম খেয়ে) তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন (তাও আবার) আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য? (অর্থাৎ কোন বৈধ কাজ না করা যদিও বৈধ এবং কোন উপযোগিতার কারণে তাকে কসম দ্বারা জোরদার করাও বৈধ কিন্তু উত্তমের বিপরীত অবশ্যই ; বিশেষ করে তার কারণও যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ে স্ত্রীদেরকে খুশী করা)। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণা-ময়। [তিনি গোনাহ্ পর্যন্ত মাফ করে দেন, আপনি তো কোন গোনাহ করেন নি। তাই এটা আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নয় বরং স্নেহবশে আপনাকে বলা হচ্ছে যে, আপনি একটি বৈধ উপকার বর্জন করে এই কষ্ট করলেন কেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন, তাই সাধারণ সম্বোধন দ্বারা কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ] আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কসম খোলা (অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করার পর তার কাফফারা দানের পন্থা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তাই তিনি স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তোমাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজনাদি জেনে তোমাদের অনেক সংকট সহজ করে দেওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দেন। সেমতে কাফফারার মাধ্যমে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় করে দিয়েছেন। অতঃপর স্ত্রীদেরকে বলা হচ্ছে যে, সেই সময়টি স্মরণীয়,) যখন নবী করীম (সা) তাঁর একজন বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বললেন। (কথাটি ছিল এইঃ আমি আর মধু পান করব না কিন্তু কারও কাছে একথা বলো না)। অতঃপর বিবি যখন তা (অন্য বিবিকে) বলে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে (ওহীর মাধ্যমে) তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (এই গোপন কথা প্রকাশকারিণী) বিবিকে কিছু কথা তো বললেন (যে, তুমি আমার কথা অন্যের কাছে বলে দিয়েছ) এবং কিছু বললেন না (অর্থাৎ নবীর ভদ্রতা এতটুকু যে, আদেশ পালন না করার কারণে বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যেয়েও কথিত বাক্যগুলো পূর্ণরূপে বললেন না যে, তুমি আমার এই কথা বলে দিয়েছ, সেই কথা বলে দিয়েছ বরং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন এবং কিছু অংশ উল্লেখ করলেন না, যাতে

বিবি মনে করে যে, তিনি এতটুকু বিষয়ই জানেন--এর বেশী জানেন না। এতে লজ্জা কম হবে)। অতএব নবী যখন তা বিবিকে বললেন, তখন বিবি বললেন ঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন ঃ আমাকে সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল আল্লাহ্ অবহিত করেছেন। [বিবি-গণকে একথা শোনানোর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যখন জানতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ গোপন জানেন, তখন তাঁর ভদ্রতাসুলভ আচরণ দেখে তারা আরও বেশী লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে বিবিগণকে তওবা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ] তোমরা উভয়েই (অর্থাৎ পয়গম্বরের দুই বিবি) যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, তবে (খুব ভাল কথা। কেননা, তওবার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে,) তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে। (তোমরা পয়গম্বরকে অন্য বিবিগণ থেকে সরিয়ে একান্তভাবে নিজেদের করে নিতে চাও। এটা রসূলপ্রীতির লক্ষণ হিসাবে যদিও মন্দ নয় কিন্তু এর কারণে অন্য বিবি-গণের অধিকার হরণ এবং অন্তর ব্যথিত হয়। এই হিসাবে এটা মন্দ ও তওবা করার যোগ্য)। আর যদি (এমনিভাবে) নবীর বিরুদ্ধে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ, নবীর সহায় আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানগণ। উপরন্তু ফেরেশতা-গণও তাঁর সাহায্যকারী। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের এসব কারসাজিতে নবীর কোন ক্ষতি হবে না--ক্ষতি তোমাদেরই হবে। কারণ, যে ব্যক্তির এমন সহায়, তাঁর রুচির বিরুদ্ধে তৎপরতার পরিণাম মন্দই মন্দ হবে। কোন কোন শানে-নুযূল অনুযায়ী এ কাজে হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা) ব্যতীত অন্যান্য বিবিও শরীক ছিলেন, যেমন হযরত সওদা ও সফিয়্যা (রা) প্রমুখ, তাই অতঃপর বহুবচন ব্যবহার করে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, তোমরা এই কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ো না যে, পুরুষ যখন, তখন বিবিদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আর আমাদের চাইতে উত্তম বিবি কোথায়? তাই সর্বাবস্থায় আমাদের সবকিছুই সহ্য করা হবে। অতএব মনে রেখ) যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেন, তবে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে মুসলমান, ঈমানদার, আনুগত্যকারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, কতক অকুমারী ও কতক কুমারী। (কোন কোন উপযোগিতাদৃষ্টে বিধবা নারীও কাম্য হয়ে থাকে; যেমন অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, সমবয়স্কতা ইত্যাদি। তাই একেও উল্লেখ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রা)-র সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সে-ই বলবে ঃ আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। ('মাগাফীর' এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন ঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই

মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রা) মনঃক্ষুণ্ণ হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত হাফসা (রা) মধু পান করিয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়্যা (রা) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়ায়েতে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।--(বয়ানুল কোরআন)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েয---গোনাহ নয় কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসূলুল্লাহ (সা) কষ্ট স্বীকার করে নেবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, এ কাজ রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল বিবিগণকে খুশী করার জন্য করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সহানুভূতিচ্ছলে বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ---এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম নিয়ে সম্বোধন না করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনি নিজের জন্য একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিচ্ছলে বলা হয়েছে কিন্তু দৃশ্যত এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবত তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-- অর্থাৎ গোনাহ্ হলেও আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাস'আলা ঃ তিন প্রকারে কোন হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করা যায়। এর বিশদ বর্ণনা সূরা মায়িদার তফসীরে উল্লিখিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই যে, কেউ কোন হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে না করে কিন্তু যদি কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকেই কসম খেয়ে হারাম করে নেয়, তবে তা গোনাহ্ হবে। কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতাবশত হলে জায়েয কিন্তু উত্তমের খেলাফ। তৃতীয় প্রকার এই যে, বিশ্বাসগতভাবেও হারাম মনে করে না এবং কসম খেয়েও হারাম করে না কিন্তু কার্যত তা চিরতরে বর্জন করার সংকল্প পোষণ করে। এই সংকল্প সওয়াব মনে করে করলে বিদ'আত ও বৈরাগ্য হবে, যা শরীয়তে নিন্দনীয়। আর যদি কোন দৈহিক অথবা আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে করে তবে জায়েয। কোন কোন সূফী বুযুর্গ থেকে ভোগ-সম্ভোগ বর্জনের যেসব গল্প বর্ণিত আছে, সেগুলো এই পর্যায়েরই।

উল্লিখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দুররে মনসূরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। —(বয়ানুল কোরআন)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যেক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরী অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا — অর্থাৎ নবী যখন তাঁর কোন এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েত দৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনঃক্ষুণ্ণ হল, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রা) মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ — অর্থাৎ সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ্ রসূল (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন্ বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রা)-র কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রা) অনেক নামায পড়ে অনেক রোযা রাখে। তার নাম জান্নাতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।—(মাযহারী)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا—উপরোক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দুইজন বিবি সক্রিয় ছিলেন তাঁরা কে, এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দুইজন নারী সম্পর্কে কোরআন পাকে إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল পর্যন্ত আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওযূ করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কোরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে إِنْ تَتُوبَا বলা হয়েছে, তাঁরা কে? হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুজন হলেন, হাফসা ও আয়েশা (রা)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত দুজন বিবিকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমাদের অন্তর অন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ভাল কথা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত ও সন্তুষ্টি কামনা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছ, যদ্দরুন তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কাজেই এই গোনাহ্ থেকে তওবা করা জরুরী। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ—এতে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা তওবা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুশি না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্, জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ—এতে বিবিগণের এই ধারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবত তিনি পাবেন না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মতই নয়; বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরী হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧

---

(৬) হে মু'মিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (৭) হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (যখন রসূলের বিবিগণেরও সৎ কর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং রসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অবশিষ্ট সব উম্মতের উপরও এই কর্তব্য আরও জোরদার হয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিল্য না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে) তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর (নিজেদেরকে রক্ষা করার অর্থ বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ তাদেরকে আল্লাহ্র বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া ও তা পালন করানোর জন্য মুখে ও হাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা। অতঃপর সেই অগ্নির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যাতে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। (তারা কারও প্রতি দয়া করে না এবং কেউ তাদের মুকাবিলা করে বাঁচতে পারে না)। তারা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা (সামান্যও) অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, (তৎক্ষ-ণাৎ) তাই করে। (মোটকথা, জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ কাফিরদেরকে জাহান্নামে দাখিল করে ছাড়বে। তখন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ) হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। (কারণ, এটা নিষ্ফল) তোমাদেরকে তো তারই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ—এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'।

اَهْلِيْكُمْ শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গোলাম-বাঁদী সবই দাখিল আছে। এমনকি, সার্বক্ষণিক চাকর-নওকরও এতে দাখিল থাকা অবান্তর নয়। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাযিল হলে পর হযরত ওমর (রা) আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ এর উপায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। ---(রূহুল মা'আনী)

স্ত্রী সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ঃ ফিকহ্বিদগণ বলেনঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলেঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। 'তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা' ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তাদের প্রাপ্য খুশি মনে আদায় কর। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে।—(রূহুল মা'আনী)

মু'মিনদেরকে উপদেশ দানের পর يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছেঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওযর কবুল করা হবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَا
نِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٨ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَ
اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩ ضَرَبَ اللّٰهُ
مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝١٠
وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝١١ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ
الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝١٢

(৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর--আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্, নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী!

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! (১০) আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই-ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য ফিরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয় মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পন্থাই পরিবার-পরিজনকে বলে তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করা যায়। পন্থা এই ঃ) মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে সত্যিকার তওবা কর। (অর্থাৎ অন্তরে গোনাহের কারণে পুরোপুরি অনুতাপ থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে। এতে সকল ফরয-ওয়াজিব বিধানও দাখিল আছে। কেননা, এগুলো পালন না করা গোনাহ্ এবং যাবতীয় হারাম এবং মকরূহ বিষয়ও দাখিল আছে কেননা, এগুলো করা গোনাহ্)। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) আছে যে, তোমাদের পালনকর্তা (এই তওবার কারণে) তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর মুসলমান সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা দোয়া করবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই নূর শেষ পর্যন্ত রাখুন (অর্থাৎ পথিমধ্যে যেন নিভে না যায়) এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান (এই দোয়ার কারণ হবে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু নূর প্রাপ্ত হবে। পুলসিরাতে পৌঁছে যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে, যা সূরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মু'মিনগণ এই দোয়া করবে, যাতে মুনাফিকদের ন্যায় তাদের নূরও নিভে না যায়)। হে নবী! কাফিরদের সাথে (তরবারির মাধ্যমে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মুখে ও বর্ণনার মাধ্যমে) জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। (দুনিয়াতে তো তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং পরকালে) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! (অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজের ঈমানই কাজে আসবে। কাফিরকে তার কোন আত্মীয়-স্বজনের ঈমান রক্ষা করতে পারবে না। এমনিভাবে মু'মিনের আত্মীয়-স্বজন কাফির হলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না)। আল্লাহ্ তা'আলা

কাফিরদের (শিক্ষার) জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা আমার দুইজন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার বিবাহিতা ছিল। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (অর্থাৎ নবী হওয়ার কারণে বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ধর্মের ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্য করবে, কিন্তু তারা তা করেনি) ফলে নূহ ও লূত আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদেরকে (কাফির হয়ে যাওয়ার কারণে আদেশ করা হয়েছেঃ তোমরা উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ-কারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। (অতঃপর মুসলমানদের প্রশান্তির জন্য বলা হয়েছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের (সান্ত্বনার) জন্য ফিরাউন-পত্নীর (অর্থাৎ হযরত আছিয়ার) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, যখন সে দোয়া করলঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন (-এর অনিষ্ট) থেকে এবং তার দুষ্কর্ম থেকে (অর্থাৎ কুফরের ক্ষতি ও প্রভাব থেকে) মুক্ত রাখুন। আমাকে জালিম (অর্থাৎ কাফির) সম্প্রদায়ের (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখুন। (মুসল-মানদের সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্) ইমরান-তনয়া মরিয়মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে তার সতীত্বকে (হালাল ও হারাম উভয় প্রকার কর্ম থেকে) বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে) তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী (যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল) এবং কিতাবসমূহকে (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীলকে) সত্যায়ন করেছিল। এতে তার আকায়িদ বর্ণিত হয়েছে)। সে ছিল আনুগত্যকারীদের একজন (এতে তার সৎ কর্ম বর্ণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا—তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ্ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। نصوح শব্দটিকে যদি نصحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نصاحة থেকে উৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে توبة نصوحا-এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি--কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে نصوح শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সৎ কর্মের ছিন্নবস্ত্রে তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ বিগত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই توبة نصوح—কলবী (র) বলেনঃ توبة نصوح হল মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ্ থেকে দূরে রাখা।

হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল তওবা কি? তিনি বললেন ঃ ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে---(১) অতীত মন্দ কর্মের জন্য অনুতাপ ; (২) যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা ; (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা ; (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা নেওয়া ; (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া ; এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা। ---(মাযহারী)

হযরত আলী (রা) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ—عَسٰى শব্দের অর্থ আশা আছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সৎ কর্ম হোক, কোনটিই জান্নাত ও মাগফিরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র জন্য জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করতে হবে। সৎ কর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময়ে আইনের দৃষ্টিতে জান্নাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে শুধু তার সৎ কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আমাকেও। ---(মাযহারী)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ—সূরার শেষভাগে আল্লাহ্ তা'আলা চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম নারীদ্বয় দুইজন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফির ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নূহ (আ)-র পত্নী, তার নাম 'ওয়াগেলা' বর্ণিত আছে। অপরজন লূত (আ)-এর পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। --(কুরতুবী) তৃতীয় জন সর্ববৃহৎ কাফির, আল্লাহ্‌র দাবীদার ফিরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফিরাউনত্ব তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎ কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের গুণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মু'মিনের ঈমান তার কোন কাফির স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফিরের কুফর তার কোন মু'মিন স্বজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফির পাপাচারীর পত্নী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় যে, স্বামীর কুফর ও পাপাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎ কর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ

عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ—এটা ফিরাউন-পত্নী হযরত আছিয়া বিন্‌তে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। মূসা (আ) যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেনঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ দেখিয়ে দেন।—(মাযহারী)

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ—كلمات رب বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র সহীফা বোঝানো হয়েছে এবং كتب বলে প্রসিদ্ধ ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত বোঝানো হয়েছে।

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ—قانتين শব্দটি قانت-এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের বিশেষণ। হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল ও সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরাউন-পত্নী আছিয়া এবং ইমরান-তনয়া মরিয়ম সিদ্ধি লাভ করেছেন।—(মাযহারী) বাহ্যত এখানে নবুয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।—(মাযহারী)